ই-কমার্স প্রসারের আন্দোলনে

আমাদের নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আমাদের সর্বসাম্প্রতিক আন্দোলনের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় ই-কমার্সের প্রসার। একটা সময়ে এসে আমরা উপলব্ধি করি, বাংলাদেশে ই-কমার্সের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বাধা। এর মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন চালু না হওয়া একটি অন্যতম বাধা। তবে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর অনুমতি দিলে দেশে ই-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা দূর হয়। তবে আমরা লক্ষ করি, ই-বাণিজ্যের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে না পারলে এর প্রসারে গতি আসবে না। জনসচেতনতার অভাবে বাংলাদেশের মানুষ ইন্টারনেটে কেনাকাটায় ততটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সে উপলব্ধি থেকেই আমরা কমপিউটার জগৎ-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের বিষয় করি। অপরদিকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমরা ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের মানুষকে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পরিকল্পনা করি। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা ২০১৩ সালের ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করি দেশের প্রথম তিন দিনব্যাপী ই-বাণিজ্য মেলা। এ মেলায় দেশের ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এ মেলা সার্বিক বিবেচনায় যথার্থ অর্থেই ছিল একটি সফল প্রযুক্তিমেলা। ঢাকায় আয়োজিত এই মেলার সাফল্যসূত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নেই ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলোতেও ধারাবাহিকভাবে এই ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজন অব্যাহত রাখতে। সে অনুযায়ী আমরা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় শহর সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশালে আয়োজন করি ই-বাণিজ্য মেলা।

ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

এক সময় আমরা উপলব্ধি করি, বিদেশে রয়েছে প্রচুরসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী। তাই দেশের বাইরেও অপেক্ষা করছে আমাদের সম্ভাবনাময় ই-বাণিজ্য বাজার। তাই প্রবাসীদের মাঝে বাংলাদেশের ই-কমার্স বাজারকে সম্যক তুলে ধরতে ২০১৩ সালের ৭, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী প্রথম ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। এরই সাফল্যসূত্রে ২০১৫ সালের ১৩-১৪ নভেম্বর আয়োজন করি দ্বিতীয় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার।

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের

সবচেয়ে যাকে বেশি মনে পড়ছে

আজ কমপিউটার জগৎ-এর এই ২৫ বছর পূর্তিতে যাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে, তিনি হলেন অধ্যাপক মরহুম মো: আবদুল কাদের। তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তিনি এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক অভিধায়ও বিভিন্ন মহলে অভিহিত হয়ে থাকেন। তারই চিন্তা-চেতনা ও মেধা-মননের ফসল আমাদের কমপিউটার জগৎ। তারই নীতি-আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি প্রতিবেদন আর লেখালেখিতে। ১৯৯১ সালে তার হাতেই কমপিউটার জগৎ-এর জন্ম ও বিকাশ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক দিক-নির্দেশনা নির্ধারণে আমরা সফলতা দেখাতে পারিনি। ফলে জাতি হিসেবে আমরা লক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি। ফলে আমাদের জাতীয় দৈন্য কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জাতীয় অর্থনীতি হয়ে পড়ে পরনির্ভরশীল। অথচ সঠিক দিকনির্দেশনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা খোলা ছিল আমাদের সামনে। প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে সেই সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। বিষয়টি খুবই পীড়াদায়ক ছিল এ দেশের দেশপ্রেমিক দূরদর্শী কিছু মানুষের কাছে। মরহুম আবদুল কাদের ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন– বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে এগিয়ে নিতে মোক্ষম হাতিয়ার হতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপযুক্তিকে হাতিয়ার করেই বাংলাদেশ পারে এর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে। সে উপলব্ধি নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সত্যিকারের একটি আন্দোলন গড়ে তোলার মানসেই সূচনা করেন মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার।

১৯৯১ সালে সূচনা হয় কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার। আর ২০০৩ সালের ৩ জুলাই আমরা চিরতরে হারাই অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে। তিনি অনেকটা হঠাৎ করেই যেনো চলে গেলেন না-ফেরার জগতে। কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার পর থেকে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি কমপিউটার জগৎকে লালন করেছেন নিজের সন্তানের মতো। পত্রিকাটিকে ব্যবহার করেছেন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে। বললে ভুল হবে না– তার হাত ধরেই এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সাংবাদিকতার যেমন বিকাশ, তেমনি এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনেরও বিকাশ। তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক গণমাধ্যমের সূচনা। আসলে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রেমী এক মানুষ। সেই সূত্রেই স্কুলজীবনেই তিনি সম্পাদনা শুরু করেছিলেন 'টরেটক্কা' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা, যদিও পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটেছিল। হতে পারে সে দুঃখবোধই তাকে কমপিউটার জগৎ প্রকাশে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

সরকারি কলেজের মৃত্তিকাবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি তার ছিল অসাধারণ টান। কারণ, তার সম্যক উপলব্ধি ছিল বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিই হতে পারে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায়। সে যা-ই হোক, প্রচারবিমুখ এই মানুষটি আজকের প্রজন্মের কাছে যেনো অপরিচিতই থেকে গেছেন। কারণ, জাতীয় উন্নয়নে তার অনন্য অবদান থাকলেও জাতি হিসেবে আমরা এখনও তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারিনি। জাতি হিসেবে এ আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা আমরা কখন কাটিয়ে উঠব, সেটাই এই সময়ের প্রশ্ন।

আমাদের অঙ্গীকার

কমপিউটার জগৎ এই ২৫ বছরের পথ চলেছে অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের দেখানো পথে। তার রেখে যাওয়া নীতি-আদর্শের মহাসড়ক ধরে পথ চলে। ইতিবাচক সাংবাদিকতাকে সমুন্নত রেখে। জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে। কমপিউটার জগৎ-এর এই ২৫ বছর পূর্তির দিনে কমপিউটার জগৎ পরিবার আগের মতোই এ ব্যাপারে থাকবে আপসহীন, রক্ষা করবে ২৫ বছরের অর্জিত সুনাম, সমুন্নত রাখবে অধ্যাপক আবদুল কাদেরের নীতি-আদর্শ কজ